আনন্দ স্কুল ছড়াচ্ছে শিক্ষার আলো

রঞ্জন বকসী নূপু, ঢাকা

ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষায় উন্নীত করতে সরকার আনন্দ স্কুলের প্রবর্তন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের ৬০টি উপজেলায় ইতোমধ্যে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অবকাঠামোসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, বিনামূল্যে বই ও মূল্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে অনেক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে না পারায় তারা ঝরে পড়েছে শিক্ষার আলো থেকে। এসব শিশুরই শিক্ষাদানের জন্য তৈরি হয়েছে আনন্দ স্কুল। 'রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন' সংক্ষেপে 'রস্ক' প্রকল্পের আওতায় এসব স্কুল চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং এডিবির আর্থিক সহায়তায় চলছে এই কার্যক্রম। সরকার ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দেশের ৬০টি উপজেলায় বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এই স্কুল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালানো হচ্ছে। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শেরপুর জেলার সদর ও শ্রীবরদী, নাটোর জেলার সদর, লালপুর ও বনপাড়া এবং গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ৩৫২টি স্কুলের কার্যক্রম চলছে।

স্কুলের জন্য একেতেই একটি ছোট ঘর দেয়া হয়েছে। সেখানে ৩৫টি ঝরেপড়া শিশু গোল হয়ে বসে স্কুল করে। একজন শিক্ষক পাঠদান করেন। ওই শিক্ষক পাচ্ছেন প্রতি মাসে মাত্র ১ হাজার ২০০ টাকা সম্মানী। তাও আবার প্রতি মাসে অন্তর। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হয়েছে পোশাক, বই, খাতা, স্লেট, পেন্সিল, কলম এবং প্রতি মাসের জন্য একটি ভাতা। ওই ভাতাটুকুর আশায় প্রতি দিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত শিশুরা পড়াশোনা করে। এ সব স্কুলের আবার রয়েছে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি। ছাত্রদের অভিভাবক হচ্ছেন এই কমিটির সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সদস্য সচিব। এছাড়াও আরও ৪ জন অভিভাবক, ওই ক্লাস্টারের সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা সেবা সহায়তাকারী এনজিও প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মহিলা মেম্বারসহ ১১ সদস্যের এই কমিটির সুপারিশ ছাড়া স্কুলের কোন কার্যক্রমই চালান সম্ভব না। এ সব আনন্দ স্কুলের কোথাও কোথাও আবার টিফিনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একটি স্কুলের নাম 'বামনডাঙ্গা মনমথ মিস্ত্রির বাড়ি আনন্দ স্কুল'। এই প্রতিবেদক সরজমিনে সেখানে গেলে দেখা যায় ৩৫ ছাত্রছাত্রীই গোল হয়ে বসে আছে। শিক্ষক তাদের পাঠদান করছেন। ১৪ ছেলে এবং ২১ মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে এ স্কুলটিতে। শিক্ষিকা লিপি আক্তার জানালেন, এটি হলো একটি সমাজ সেবা মূলক কাজ। আমার

একটি আনন্দ স্কুলে গোল হয়ে ছাত্রছাত্রীরা বসে ক্লাস করছে —সংবাদ

বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি শিক্ষা সেবা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান এনজিওগুলোও তাদের নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করছেন। এ ছাড়াও অভিভাবকরাও মাঝে মধ্যে সহকারী শিক্ষা অফিসার এবং এনজিও প্রতিনিধির কাজের ধারাবাহিকতা পরিদর্শন করছেন।

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মতো আরও অনেকেই অংশ নিয়েছেন এই সামাজিক আন্দোলনে। আর এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এনজিও সংস্থা 'শারি'। এই ক্লাস্টারের সুপারভাইজার মো. নওশা জানান, স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে। প্রতি মাসে সুপারভাইজার দু'বার করে একটি স্কুল পরিদর্শন করে। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষা অফিসারও মাঝে মধ্যে পরিদর্শনে যান। তিনি জানান, একমাত্র 'শারি' সংস্থাই সঠিকভাবে কাজ করার কারণে এখানে তাদের স্কুলের ব্যাপার সরকারি সমর্থন বেশি। তিনি আরও জানান, এখানে ৬৮টি স্কুলের মাধ্যমে ২ হাজার ৩৮০ ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে।

নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার খালিতিতা ইসলামপুর ইদ্রিস মাস্টারের বাড়ি আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা রুনা লাইলা জানান, তার অভিজ্ঞতার কথা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম পর্যায়ে পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। শারির সুপারভাইজাররা নিয়মিত মনিটরিং এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে শিশুদের স্কুলের দিকে মনোযোগী করেছেন। এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে সহকারী শিক্ষা অফিসাররাও গিয়েছেন। সুপারভাইজার মো. সাইফুল ইসলাম জানান, স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় বেশ আগ্রহী। তাদের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে না নেয়ায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশোনা সম্পন্ন করানো হচ্ছে। ওই স্কুল কমিটির সভানেত্রী জহুরা বেগম জানালেন, এখানকার শিশুরা কখনোই পড়ালেখার দিকে আকৃষ্ট ছিল না। আনন্দ স্কুলে আসায় তাদের শিশুরা অন্তত শিক্ষার আলো পাচ্ছে। তিনি জানান, এনজিও সংস্থা শারি নিয়মিত মনিটরিং না করলে স্কুলগুলো আসলে এত ভাল চলত না। ওই স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্রী বিলকিস আক্তার তার ভাষায় জানাল, এই স্কুলের মাধ্যমে সে লেখাপড়া শিখতে পারছে। সে আরও বলে, শিক্ষা লাভ করে সে সমাজে একজন শিক্ষিত হিসেবেই বাঁচতে চায়।

শেরপুর সদর উপজেলার সুপারভাইজার আবদুর রশিদ জানান, স্কুলের কার্যক্রমে তাদের যেমন একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে, তেমনি স্কুলের সঙ্গে জড়িত সবাই আন্তরিক। সবাই মনে করছে সরকার ঘোষিত ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এর কোন বিকল্প ছিল না। কথা হয় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এএফএম আল্যাউদ্দিনের সঙ্গে। তিনি জানান, রস্কের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। তবে তিনি এ কাজের জন্য এনজিওদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বেসরকারি সংস্থা শিরি এখানে শিশুদের মধ্যে শিক্ষাদানে যে ভূমিকা রাখছে তা অকল্পনীয়।

শারির নির্বাহী পরিচালক প্রিয়া সাহা জানান, সরকার ঘোষিত এই কার্যক্রমকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তার সংস্থা ৩টি জেলার ৮টি উপজেলায় ৩৫২টি স্কুলে শিক্ষা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, সমাজসেবী, সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত, ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধিসহ সবার অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। বিশেষ করে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এই স্কুলে দিয়ে স্কুল ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন।